দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১১ই কার্তিক ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

037

পাসের ব্যবসা

কিছু স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা হয় নিশ্চয়, আবার কিছু স্কুল আছে যেখানে বিদ্যাশিক্ষা হোক অথবা না-ই হোক পরীক্ষা পাসের একটা ব্যবস্থা হয়। আমাদের কাছে শিক্ষার অর্থ যদি পরীক্ষা পাসের মতই কিছু হয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটা তেমন খাপ-ছাড়া কিছু নয়। তবে পরীক্ষা পাসের গ্যারান্টি দেওয়া ওইসব স্কুলে পাস করবার পন্থা সম্পর্কে কথা ওঠে। আপত্তিও ওখানেই।

সাতক্ষীরা থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, যশোর বোর্ডের মফস্বল কেন্দ্রগুলির অনেক স্কুলে অনিয়মিত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। নকলের সুযোগ পাবার আশায় শহর থেকে দলে দলে পরীক্ষার্থী এইসব কেন্দ্রে যেয়ে পরীক্ষা দেবার আশায় ওই স্কুলে ভর্তি হয়। মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের ভর্তি করা হয়। লাভজনক ব্যবসা। উভয় পক্ষেরই লাভ সন্দেহ কি? পাসের কারবারীরা পরীক্ষা পাস করিয়ে পয়সা করছেন আর পরীক্ষার্থীরা নকলে পাস হয়ে সার্টিফিকেট কামাচ্ছেন। উভয় পক্ষেরই লাভ, লোকসানটা শুধু দেশের শিক্ষাব্যবস্থার।

সরকার অবশ্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নকল বাজির দায়ে বেশ কিছু কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই নকল প্রবণতার শেকড় শিক্ষাব্যবস্থার এত গভীরে ঢুকে পড়েছে যে এত অল্পে এর থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় হবে বলে মনে হয় না। নকল করা কেন্দ্র সম্পর্কে আরো তদন্তের প্রয়োজন আছে। এবং আরো কিছু কেন্দ্র বাতিলের প্রয়োজনও হয়ত দেখা দেবে। তবে একথাও ঠিক যে এমন একটা লাভের কারবার এত সহজে বন্ধ করাও একটু মুশকিল হবে।

এ পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হচ্ছে তাও দেখা দরকার। ছাত্ররা নকলের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে কেন? স্কুলে কি পড়াশোনা হয়? বছরের ছয় মাস, আট মাস অনেক স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে নানা কারণে। শিক্ষক নেই, ক্লাস হয় না। কিন্তু পরীক্ষা তো সবার জন্যেই আছে। আর পাস না হলে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং যেন তেন প্রকারে একটা সার্টিফিকেট হাসিলের ব্যবস্থা চাই।

সকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলতে গেলেও গোটা শিক্ষাব্যবস্থার কথাই এসে যায়। কোন ঘটনাই তো বিচ্ছিন্ন নয়। এ ব্যাপারে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবারই বোধহয় কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। যারা পরীক্ষা নেবেন তাদের এবং যারা দেবেন তাদেরও। তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে নকল প্রবণ কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে আরেক দফা তদন্তের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।